

চিনিকলের প্রাথমিক তথ্যাবলী

চিনিকলের নামঃ জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিমিটেড।

অবস্থানঃ ডাকঘরঃ ডি, এস, মিলস্, থানাঃ ও উপজেলাঃ দেওয়ানগঞ্জ, জেলাঃ জামালপুর।

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৯৫৮ সন।

চিনিকলের উৎপাদন ক্ষমতা : বার্ষিক-১০,১৬০.০০ মেঃ টন।

চিনিকল ও প্রতিষ্ঠানের এলাকার ছবি



পাওয়ার টারবাইন-১



সেন্ট্রিফিগ্যাল মেশিন



পাওয়ার টারবাইন-২



বয়লার ফিট ওয়াটার ট্যাংক



চিনি ভর্তি বস্তা



সুগার গ্রেডার

কল এলাকার মোট আয়তন কত?

মোট জমির পরিমাণ ১৫০.৮৩ একর। যার বিভাজন নিম্নে দেয়া হলোঃ-

১ আবাসিক এলাকা	৫০.০৫ একর।
২। কারখানা	২২.০০ একর।
৩। খামার	৬৫.০০ একর।
৪। রেলসাইডিং	০৭.৫৭ একর।
৫। খালি	০১.৫০ একর।
৬। বিভিন্ন সাবজোনের জমি	০৪.৭১ একর

মোটঃ ১৫০.৮৩ একর জমি।

এছাড়া ১৯৯৮ সনে কালিয়াচাপড়া সুগার মিল বেসরকারী খাতে বিক্রয় এর সময় ঐ মিলের নটাকুড়ি মৌজা ১৯৩.৫৫ একর এবং বৈঠামারী মৌজায় ৬.৪৫ একর জমি সহ মোট ২০০.০০ একর জমি জিল বাংলা সুগার মিলস্ এর নিকট হস্তান্তর করেন। কালিয়াচাপড়া সুগার মিলের অধীনে থাকাকালীনও উক্ত জমি তাদের দখলে ছিলনা, বর্তমানেও উক্ত জমি এই মিলের দখলে নেই।

নটাকুড়ি মৌজায় ১৯৩.৫৫ একর জমির মালিকানা নিয়ে বন বিভাগ এর সাথে এডিসি রাজস্ব, ময়মনসিংহ কোর্টে এবং ২৭ একর জমির অবৈধ দখলদারদের বিরুদ্ধে জজকোর্ট, ময়মনসিংহে ০২ টি মামলা চলছে।

উল্লেখ্য যে, ২০০৪ সনে নটাকুড়ি মৌজার নামজারি জন্য সহঃ কমিশনার (ভূমি) বরাবরে আবেদন করা হলে জানা যায় যে, উক্ত ১৯৩.৫৫ একর জমি ১৯৮৩ সালের ৩ মার্চ বন বিভাগ রিজার্ভ ফরেষ্ট হিসেবে অধিগ্রহণ করে গেজেট প্রকাশ করেছে।

মোট চাষের জমির পরিমাণ কত ?

জিবাসুমি পরীক্ষা মূলক খামারের চাষের জমির পরিমাণ = ৫৫.৫৪ একর। মিলজোন এলাকায় চাষীর জমিতে আখ আবাদ যোগ্য জমির পরিমাণ ২৪০০০.০০ একর।

চিনি বিক্রয়ের ধরণগুলো কি কি (ডিলারের মাধ্যমে, ফ্রি সেল, বস্তা, প্যাকেট ইত্যাদি-ছবিসহ) ?

বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের আওতাধীন চিনিকলে বস্তায় ও প্যাকেটে করে নিম্নোক্তভাবে চিনি বিক্রয় করা হয়ঃ

- ১। হোলসেল ডিলারদের মাধ্যমে চিনি বিক্রয় করা হয়।
- ২। সংরক্ষিত খাত-পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার, বিজিবি, র্যাব, নৌবাহিনীসহ সকল সামরিক বাহিনীর নিকট মাসিক কোটা ভিত্তিক চিনি বিক্রয় করা হয়।
- ৩। ফ্রি-সেল খাতে বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে চিনি বিক্রয় করা হয়।
- ৪। শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের রেশন খাতে চিনি বিক্রয় করা হয়।
- ৫। আখচাষীখাতে কূপনের মাধ্যমে চিনি বিক্রয় করা হয়।
- ৬। ১/২ কেজি, ১ কেজি ও ২ কেজির প্যাকেট করে খোলা বাজারে চিনি বিক্রয় করা হয়।

আখচাষ, চিনি উৎপাদন ও বিপণন

চিনিকলের বর্তমান সার্বিক সমস্যাসমূহ এবং সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গাবনাসমূহ কি কি ?

সমস্যা সমূহঃ-

- ক) কাঁচামালের অভাব। মিলের মাড়াই ক্ষমতা অনুযায়ী আখ পাওয়া যায় না।
- খ) চিনি আহরণের হার কম।
- গ) দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় মিলের উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।
- ঘ) দক্ষ শ্রমিকের অভাব।
- ঙ) সেট আপের তুলনার জনবল কম।
- চ) চরম আর্থিক সংকট।

সমস্যা থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গাবঃ-

- ক) বাংলাদেশ সুগার রুপ-রিসার্চ ইনিস্টিউট এর মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল অধিক চিনি সমৃদ্ধ রোগ-পোকা প্রতিরোধি আখের জাত উদ্ভাবন করতে হবে।
- খ) কারখানার আধুনিকায়ন করতে হবে।
- গ) সেট-আপ অনুযায়ী দক্ষ জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নিয়োজিত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ঘ) চিনিকলের সাথে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যুৎপ্লান্ট স্থাপন করা যেতে পারে।
- ঙ) করপোরেশনের অধীনে মিলের অব্যবহৃত জায়গায় লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশী-বিদেশী পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে।
- চ) মিলের উৎপাদিত চিনি উৎপাদনের পর পরই বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ছ) চিনি উৎপাদন খরচের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিনির বাজার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অথবা চিনি উৎপাদন খরচ ও বাজার মূল্যের পার্থক্য পরিমাণ টাকা (ডিফারেন্স মানি) সরকারের তরফ থেকে চিনি কলকে ভর্তুকি দিতে হবে।
- জ) চিনি উৎপাদন, আমদানী ও বাজারজাত করণের তদারকির দায়িত্ব বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের উপর ন্যস্ত করতে হবে।
- ঝ) চিনিকলের উৎপাদিত বাই-প্রডাক্টকে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
- ঞ) চিনিকলের প্রয়োজনীয় অর্থ রাজস্ব/উন্নয়ন খাত থেকে সরকারকে বহন করতে হবে।

চিনিকলের উৎপাদনের পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিত। উৎপাদন বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল ? আর কি কি করণীয় ?

চিনি উৎপাদন কমে যাওয়ার কারণ নিম্নরূপঃ-

- ক) অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখ উৎপাদন কমে যাওয়ায় চিনি উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
- খ) মিলের উৎপাদন ক্ষমতানুযায়ী আখ প্রাপ্তির পরিমাণ কমে যাওয়ায় চিনির উৎপাদন কমে যাচ্ছে।
- গ) কারখানাটি দীর্ঘ দিনের (৬১ বছর) পুরাতন হওয়ায় আখ মাড়াই ও চিনি উৎপাদন কমে যায়।
- ঘ) দক্ষ জনবলের অভাব।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে উদ্যোগঃ-

ক) কারখানাটি দীর্ঘ দিনের পুরাতন হওয়ায় ইহার বিএমআরই করার জন্য ইতোপূর্বে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে(কপি সংযুক্ত)।

উৎপাদন বৃদ্ধিতে আরো করণীয় বিষয়সমূহঃ-

- ক) অধিক চিনিসমৃদ্ধ আখ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- খ) কারখানাটি বিএমআরই করার প্রস্তাবনা দ্রুত বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
- গ) দক্ষ জনশক্তি গড়ার লক্ষ্যে শূন্য পদসমূহ পূরণ করা প্রয়োজন।

স্থানীয়ভাবে আখের চাষ বৃদ্ধিতে কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল ? আর কি কি গ্রহণ করা যেতে পারে ?

জিল বাংলা সুগার মিলস্ লিঃ এর অধীন ৬টি সাবজোন ও ৬০(ষাট) টি ইউনিট আছে। প্রতিটি সাবজোনে একজন সাবজোন প্রধান এবং প্রতিটি ইউনিটে একজন করে ইক্ষু উন্নয়ন সহকারী কাজ করেন। আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য সাবজোন প্রধান ও সিডিএগণ আখচাষীদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করেন। আখ চাষের জন্য মিল থেকে বীজ, সার, কীটনাশকসহ নালাকাটা, সেচ, পোকাদমন, বাঁড় বাঁধা, ডি-ট্রাসিং ইত্যাদি ফলন বৃদ্ধি সহায়ক কাজ করার জন্য নগদ টাকা ঋণ হিসাবে দেয়া হয়। তাছাড়া আখচাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রোপা আখ চাষ ও মুড়ি আখ চাষের জন্য সরকার থেকে প্রতি বছর ভর্তুকী প্রদান করা হয়। মিলেরপ্রতি চাষীদের আস্থা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ই-গেজেটের মাধ্যমে ই-পূর্জি প্রদান, আখের মূল্য প্রাপ্তি সহজ করার জন্য মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আখের মূল্য পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ ও ডিজিটাল ওজন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আখ চাষ বৃদ্ধির জন্য মিলের কৃষি বিভাগের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাসহ ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের উপস্থিতিতে আখচাষী সভা, উঠান বৈঠক, আখ চাষীদের প্রশিক্ষণ, পদ্ধতি প্রদর্শন, শিক্ষা সফরসহ বহুবিধ কর্মকান্ড করা হয়। নদী তীরবর্তী এলাকায় নতুন চরে আখ আবাদ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সাথী ফসল চাষের মাধ্যমে জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে চাষীদের আখ চাষে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

আর কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- ক) প্রশিক্ষিত জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে আখ আবাদের উপযোগী নতুন সম্ভবনাময় এলাকায় আখচাষ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- খ) অধিক ফলন ও চিনি সমৃদ্ধ আখের জাতের উদ্ভাবন করতে হবে।
- গ) মিলের মাড়াই ক্ষমতা বৃদ্ধি করে মাড়াই মৌসুম কমিয়ে আনার মাধ্যমে আখচাষীদের কে আখচাষে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
- ঘ) আগাম আখ চাষের জন্য চাষীদের ভর্তুকির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঙ) আখ একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল। সে বিবচনায় প্রতিযোগী ফসলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আখের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
- চ) গুণগত মানের ভিত্তিতে আখের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
- ছ) সঠিক সময়ে চাষীদের কে আখের মূল্য পরিশোধ নিশ্চিত করতে হবে।
- জ) আখচাষে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আখচাষীদের বিনাসুদে/স্বল্প সুদে কৃষি ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- ঝ) নিয়োগের মাধ্যমে মিলের কৃষি বিভাগের জনবলের ঘাটতি দূর করতে হবে।

ইক্ষু ক্ষেত হতে চিনিকলসমূহে যোগাযোগের রাস্তাসমূহ কি উন্নতমানের ? এ বিষয়ে চিনিকলের পক্ষ হতে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ) ?

ছবি-ই-মেইলে সংযুক্ত করা হলো।

চিনিকলসমূহে আখ পরিবহনের রাস্তাগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করা হয়। কেন্দ্র থেকে মিল পর্যন্ত রাস্তাকে হলিং রোড এবং চাষী জমি হতে কেন্দ্র পর্যন্ত আখ পরিবহনের রাস্তাকে ফিডার রোড বলে। অত্র চিনিকল এলাকায় হলিং রোডের পরিমাণ পাঁচ ৮৭০.০০ কিলোমিটার এবং কাঁচা ১১০.০০ কিলোমিটার। বন্যপ্রাণ এলাকা হওয়ায় অধিকাংশ ফিডার রোড কাঁচা। গত ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সুগার সেস রোড ডেভলপমেন্ট তহবিলের বরাদ্দপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট তৈরী করে মিলে আখ পরিবহন নিশ্চিত করা হতো। তবে সুগার সেস রোড ডেভলপমেন্ট ফান্ড আইনটি রহিত করায় বর্তমানে ‘প্রকল্প অনুদান’ এবং ‘পণ্য সেবা ও সহায়তা’ তহবিলের অর্থ দ্বারা চলতি ২০১৮-১৯ আখ মাড়াই মৌসুমের হলিং রোড এবং ফিডার রোড তৈরী/মেরামত করে মিলে আখ পরিবহন নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং সামাজিক উন্নয়নের অংশ হিসাবে আখ চাষের সম্ভাবনাময় এলাকায় নতুন রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণ করে আখ পরিবহন সহজ করা হচ্ছে। রাস্তা উন্নয়নের স্থীর চিত্র সংযুক্ত করে দেয়া হলো।

ইক্ষু সংগ্রহ কেন্দ্র (আখ সেন্টার) হতে আধুনিক পদ্ধতিতে ওজন, লোডিং সিস্টেম এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে চিনিকলে আগমনের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (ছবিসহ) ?

মিলগেটসহ বিভিন্ন আখ ক্রয় কেন্দ্রে ডিজিটাল ওজন যন্ত্রের মাধ্যমে আখের ওজন নেয়া হয়। কেন্দ্রের ক্রয়কৃত আখ লেবার ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে ম্যানুয়েলি ট্রলিতে বোঝাই করে মিলের ট্রাক্টর ইঞ্জিনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ের মাধ্যমে মিলে পরিবহন করা হয়।

চিনি বিপণনের সমস্যাসমূহ কি কি? এগুলো থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় ?

চিনি বিপণনের সমস্যাসমূহঃ

- ১। দেশের চাহিদা অনুযায়ী স্বল্প উৎপাদন ও যোগানের ক্ষমতা কম।
- ২। ব্যাপক প্রচার প্রচারণার অভাব।
- ৩। বেসরকারী তথা রিফাইনারি চিনির আধিক্য ও অসম প্রতিযোগিতা।
- ৪। জনসচেতনতার অভাবে দেশীয় উৎপাদিত চিনি ভোক্তারা খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করছেন না।
- ৫। সরকারী চিনিকলে উৎপাদিত চিনি বিক্রয়ের জন্য দেশের বড় বড় বাজারে নিজস্ব সেলস সেন্টার না থাকা।
- ৬। করপোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত ডিলারগণ যথাসময়ে চিনি উত্তোলন না করা।

সমস্যা থেকে কিভাবে উত্তরণ ঘটানো যায় ?

- ১। সরকারী উৎপাদিত চিনির মূল্যের সাথে বেসরকারী চিনির মূল্যের সমতা থাকা প্রয়োজন।
- ২। চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিনি আমদানী করতে হবে।

৩। বেসরকারীভাবে চিনি আমদানী, উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের নিকট ন্যসত্ত্ব করা।

৪। দেশের বড় বড় বাজারে বিক্রয় কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা করা।

৫। নির্ধারিত ডিলারদের নামে বরাদ্দকৃত চিনি উত্তোলন নিশ্চিত করা।

৬। সরকারী কাজের প্রয়োজনে দেশের উৎপাদিত সরকারী চিনি ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করে চিনি বিক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ এর মাধ্যমে শুধুমাত্র সরকারী চিনি বাজারজাত করণের উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন।

চিনিকলের অধীন চাষাবাদযোগ্য (আবাদী ও অনাবাদী) জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তার সাফল্যসহ বিস্তারিত বিবরণঃ

জিবাসুমি পরীক্ষা মূলক খামারে মোট জমির পরিমাণ = ৬৫.০০ একর। আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ = ৫৫.৫৪ একর এবং অনাবাদী জমি = ৯.৪৬ একর। অনাবাদী জমিতে- ফলবাগান, পুকুর, কবরস্থান, ডোবা/খাল (মিলের বর্জ্য ফেলা হয়), অফিসঘর, রাস্তাঘাট ও সেচ নালা ইত্যাদি আছে। আবাদযোগ্য ৫৫.৫৪ একর জমির মধ্যে ২০১৮-১৯ রোপন মৌসুমে ২৮.০০ একর জমিতে আখ এবং ০.৫৯ একর জমিতে সুগার বিট আবাদ করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে চাষাবাদ হতে আয় নিমণরূপঃ

ক্রঃ নং	ফসলের নাম	আয় (টাকা)	মমত্ব্য
১।	পাট	১৩৯৮২৫.০০	পরীক্ষা মূলক খামার।
২।	ধেং	৬০৫৫০.০০	পরীক্ষা মূলক খামার।
৩।	ফুলকপি ও বাঁধাকপি	১১০০০.০০	পরীক্ষা মূলক খামারে আখের সাথে সাথী ফসল।
৪।	শাক-সবজি	২১৬০০.০০	পতিত জমিতে সাথী ফসল।
৫।	শাক-সবজি চারা বিক্রয়	৫৬৭৬.০০	পতিত জমিতে সাথী ফসল।

মোটঃ ২৩৮৬৫১.০০

অবশিষ্ট ২৬.৯৫ একর জমির লীজের মেয়াদ আগামী ৩১/৩/২০১৯ তারিখে শেষ হবে এবং ০১/৪/২০১৯ খ্রি. তারিখ হতে মিলের আওতায় আসবে। অত্র সুগার মিলের কারখানার ২২.০০ একর জমির মধ্যে রেল লাইন ও মিলসগেট-সি সাবজোনের অফিস সংলগ্ন ১.৯০ একর পতিত জমিতে লেবু, পেঁপে, ড্রাগন ও আম বাগান করা হয়েছে। মিলের কারখানা ও আবাসিক এলাকায় ভিয়েতনামের ডোয়ার্ফ জাতের ৫০ টি নারিকেলের চারা রোপণ করা হয়েছে।

চিনির বাই-প্রোডাক্ট ও এর ব্যবহার

কি কি বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্ন হয় ? বিগত ১০ বছরে উৎপন্ন বাইপ্রোডাক্ট উৎপন্নের পরিমাণ এবং বিক্রির পরিমাণ ও আয়ের পরিমাণ কত ?

চিটাগুড় ও প্রেসমাড।

চিটাগুড় উৎপাদন ও বিক্রয়ঃ

বৎসর	উৎপাদন (মেঃ টন)	বিক্রয় (মেঃ টন)	নীট বিক্রয় (লক্ষ টাকা)
২০০৮-২০০৯	৩৪৯০.০০	৫৫৭১.১৩	৩৯১.৭৬
২০০৯-২০১০	১৯৩৩.০০	১১১৬.৪৩	১৪৮.৫০
২০১০-২০১১	২৮৬২.০০	২৪৭৬.৪০	২৭৬.৬০
২০১১-২০১২	২৩২২.০০	২৪০৮.৪৫	১১২.০৩
২০১২-২০১৩	২৮১৩.০০	৩১৮৯.৪৫	১৬৫.১৬
২০১৩-২০১৪	৫৪৬৫.০০	৪৬৮৪.৬৪	২৩৭.৩৮
২০১৪-২০১৫	৩১৩৪.০০	৫৮৫২.৬৪	৩৪৫.২১
২০১৫-২০১৬	২১৮২.০০	৩৫৯৮.৬০	৩৮৬.০৭
২০১৬-২০১৭	২৩১৬.০০	২৬১৩.৯৬	৩৯২.৫০
২০১৭-২০১৮	৩০৯৪.০০	২৮৩৪.৩৫	৪২৪.০২

প্রেসমাড উৎপাদন ও বিক্রয়ঃ

বৎসর	উৎপাদন(মেঃ টন)	বিক্রয় (মেঃ টন)	প্রেসমাড বিক্রয় মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০০৮-২০০৯	২৮৩৬.৩৫	২৮৩৬.৩৫	২.০২
২০০৯-২০১০	১৫৯৪.০৭	১৫৯৪.০৭	১.১৩
২০১০-২০১১	২৩৬৬.৪৮	২৩৬৬.৪৮	১.৬৯
২০১১-২০১২	১৯২৪.৮৯	১৯২৪.৮৯	১.৩৭
২০১২-২০১৩	২৩৪৮.৪৯	২৩৪৮.৪৯	২.০২
২০১৩-২০১৪	৪৪৮৬.৮৯	৪৪৮৬.৮৯	৩.৮৫
২০১৪-২০১৫	২৫৫৭.৯২	২৫৫৭.৯২	২.২০
২০১৫-২০১৬	১৭৮০.৪৩	১৭৮০.৪৩	১.৫২
২০১৬-২০১৭	১৮৯৭.৯৬	১৮৯৭.৯৬	১.৬২
২০১৭-২০১৮	২৫৩৩.৯৩	২৫৩৩.৯৩	২.১৭

দক্ষ জনবল তৈরীতে গৃহীত উদ্যোগসমূহ কি কি ?

শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ মিলের শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের সীমিত পরিসরে নিজস্ব অর্থায়নে এবং কিছু কিছু বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান যেমন, বিএসআরআই, ঈশ্বরদী, পাবনা ও NPO, শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাঝে মাঝে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এছাড়া বিএসএফআইসি কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের অধীনস্থ বিভিন্ন মিলের প্রকৌশলী এবং রসায়নবিদদের স্বল্পকালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

চিনিকলের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য চিকিৎসা, যাতায়াত, আবাসনসহ অন্যান্য কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে ?

চিকিৎসার জন্য ২ শয্যা বিশিষ্ট একটি চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। বিনোদনের জন্য একটি অফিসার্স ক্লাব ও একটি এমপ্লয়ীজ ক্লাব আছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য পৃথক ব্যাচেলর মেস ও কোয়ার্টারসহ কলোনী রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানদের পড়ালেখার জন্য একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অর্থায়নে একটি হাফিজিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে আর্থ উৎপাদন সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ কর্মকান্ড তদারকিকরণ ও বাস্তবায়ন কাজে যাতায়াতের জন্য এবং অফিসিয়াল কাজে ব্যবহারের জন্য মোট ০৪(চার) টি জীপগাড়ী আছে। তাছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটি মসজিদ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটি মন্দির রয়েছে।

চিনিকলে সিবিএ'র সংখ্যা এবং তাদের সদস্য সংখ্যা কত ?

০১(এক) টি এবং সদস্য সংখ্যা ১১ জন।

চিনিকল হতে প্রতিবছর কি পরিমাণ অর্থ রাজস্ব খাতে জমা হয় (বিগত ১০ বছরের তথ্য)।

২০০৮-০৯ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত রাজস্ব খাতে বছর ভিত্তিক জমাকৃত অর্থের বিবরণঃ

বৎসর	টাকা (লক্ষ)
২০০৮-২০০৯	৮৪.০০
২০০৯-২০১০	৯৬.০০
২০১০-২০১১	৩৪.০০
২০১১-২০১২	৭৫.০০
২০১২-২০১৩	৪০.০০
২০১৩-২০১৪	৫৭.০০
২০১৪-২০১৫	১৬৬.০০
২০১৫-২০১৬	১২০.০০
২০১৬-২০১৭	১৩৫.০০
২০১৭-২০১৮	১৩৫.০০

চিনিকলের যন্ত্রপাতি ও আধুনিকায়ন

চিনিকলের যন্ত্রপাতিসমূহের বর্তমান অবস্থার বিস্তারিত তথ্যঃ

উত্তরঃ অত্র মিলের কারখানায় সকল যন্ত্রপাতি ১৯৫৫-৫৬ সালে ইরেকশনের কাজ শুরু করে ১৯৫৬-৫৭ সালে শেষ করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে মাড়াই কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সকল যন্ত্রপাতিসমূহের বিভিন্ন সময়ে (বছরে) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আংশিক পরিবর্তন করে চালানো হচ্ছে। তবে যন্ত্রপাতিসমূহ দীর্ঘদিনের পুরাতন হওয়ায় সকল যন্ত্রপাতির কার্যক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। যন্ত্রপাতিসমূহের আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ায় মাড়াই মৌসুম চলাকালীন অপ্রত্যাশিত বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যাহা যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পুনরায় চালাতে হয়।

উৎপাদন প্রক্রিয়া সচল রাখতে কিছু কিছু যন্ত্রপাতি নতুন স্থাপন করা হয়েছে। যেমন-

- সেন্দ্রিফিউগ্যাল পাম্প ১,১৩,০০০ গ্যালন/ঘন্টা/ইনজেকশন ওয়াটার পাম্প -১টি
- নতুন একটি কন্টিনিউয়াস সেন্দ্রিফিউগ্যাল মেশিন Sk-1200, Sajid Brothers, Pakistan বয়লিং হাউজে স্থাপন করা হয়েছে।
- 1000kw সম্পন্ন ০১টি back pressure steam turbine(Man turbo machinery, India) স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ০১টি নতুন Feed water pump(wilo, Germany/India) বয়লার হাউজে স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে 360kw ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি Dissel Generator স্থাপন করা হয়।

বর্তমান চিনিকলসমূহের আধুনিকায়নের জন্য কি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ? গ্রহণ করা হলে সেগুলোর সবিস্তার বর্ণনাসহ উপস্থাপন করুন।

বর্তমানে চিনিকলটিকে আধুনিকায়নের জন্য সূত্র নং-জিবাসুমি/কারখানা/বিএমআর/২০১৬/৮০৪ তারিখঃ-২৯/১১/২০১৬ খ্রি. মোতাবেক অত্র চিনিকলে বিএমআরই এবং সুগার রিফাইনারী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের প্রস্তাবনা সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

অত্র চিনিকলের দৈনিক আখ মাড়াই ক্ষমতা ১০১৬.০০ মেঃ টন আখ মাড়াই করতে হলে কারখানার অতি পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করতে হবে, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

ক্রমিক নং	মেশিন/যন্ত্র-যন্ত্রাংশ পরিবর্তন /মডিফিকেশন কাজের নাম	পরিমাণ	নতুন স্থাপনের কারন/যৌক্তিকতা
ওয়ার্কশপ			
১.	ওয়ার্কশপ স্থানান্তর	সম্পূর্ণ	বিদ্যমান ওয়ার্কশপের জায়গায় প্রস্তাবিত নতুন মিল হাউজ স্থাপনের প্রয়োজনে সম্পূর্ণ ওয়ার্কশপ স্থানান্তর করা প্রয়োজন।
২.	রেডিয়াল ড্রিল মেশিন	১ টি	বর্তমানে না থাকায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই ইহা বসানো প্রয়োজন।
৩.	মিলিং মেশিন	১ টি	বর্তমানে না থাকায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই ইহা বসানো প্রয়োজন।
৪.	শেপার মেশিন	১ টি	ইহা অতি পুরাতন হওয়ায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৫.	লেদ মেশিন	২ টি	ইহা অতি পুরাতন হওয়ায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৬.	সিএনসি লেদ মেশিন	১ টি	বর্তমানে না থাকায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই ইহা বসানো প্রয়োজন।
৭.	টুল গ্রাইন্ডিং মেশিন	২ টি	ইহা অতি পুরাতন হওয়ায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৮.	মেটাল সয়িং মেশিন	১ টি	বর্তমানে না থাকায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই ইহা বসানো প্রয়োজন।
৯.	ড্রাই কুলিং ওয়েল্ডিং মেশিন (এসি)	৩ টি	ইহা অতি পুরাতন হওয়ায় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
১০.	ঢালাই শপ (ফার্নেস, লিফ্টিং ফ্রেন, ক্রুসিবল ট্রাভেলিং ফ্রেন ইত্যাদি)	১ টি	বর্তমানে না থাকায় কাজে সমস্যা হচ্ছে। তাই ইহা বসানো প্রয়োজন।
মিল হাউজ			
১১.	প্রস্তাবিত নতুন মিল হাউজের একই লাইনে কেন কেরিয়ার ও ড্রাইভিং ইউনিটসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	বিদ্যমান কেন কেরিয়ারটি মিল স্থাপনের সময়ের হওয়ায় এর অবস্থা জরাজীর্ণ এবং এর গভীরতাও অনেক বেশী। ফলে ফিডিং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। বিধায় মিলের মাড়াই ক্ষমতানুযায়ী আখ মাড়াই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া প্রস্তাবিত নতুন মিল হাউজের একই লাইনে কেন কেরিয়ার স্থাপন করা প্রয়োজন।
১২.	মেকানিক্যাল ফিড টেবিল ও ফ্রেনসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে শুধুমাত্র ম্যানুয়াল ফিডিং এর কারণে ইউনিফর্ম কেন ফিডিং নিশ্চিত করা সম্ভব না হওয়ায় মিলের দৈনিক মাড়াই ক্ষমতানুযায়ী আখ মাড়াই করা সম্ভব হয় না। তাই মেকানিক্যাল ফিড টেবিল স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৩.	কেন কাটার ও মটরসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	২ টি	কেন কাটার ও মটরসমূহ মিল স্থাপনকালের হওয়ায় এদের ইফিসিয়েন্সী হাস পাওয়ায় মিলের দৈনিক মাড়াই ক্ষমতানুযায়ী আখ মাড়াই করা সম্ভব হয় না। তাই কেন কাটার ও মটরসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৪.	শ্রেডার/ফাইবারাইজার ও ড্রাইভিং ইউনিটসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে কেন প্রিপারেশনের জন্য শুধুমাত্র দুই সেট নাইফ কেন প্রিপারেটরী ডিভাইস রয়েছে। ফলে এক্সট্রাকশন সর্বোচ্চ ৮৮-৮৯ অর্জন করা সম্ভব হয়। দুই সেট নাইফ ও ফাইবারাইজার/শ্রেডার স্থাপন করা হলে এক্সট্রাকশন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং ব্যাগাসে লস কমানো সম্ভব হবে।
১৫.	দৈনিক ১,০১৬.০০ মে.টন আখ মাড়াই ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন মিল হাউজ ও টারবাইনসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	বিদ্যমান মিল হাউজের ৮টি হেডস্টকের মধ্যে ৭টি হেডস্টক ৫৮ বছরের পুরাতন এবং ফাঁটা। প্রতি বছর ওয়েল্ডিং করে মেরামতপূর্বক অত্যমাত্র ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চালানো হচ্ছে। মিল টারবাইন দুইটি ৫৮ বছরের পুরাতন হওয়ায় এর ইফিসিয়েন্সি কমে গেছে। হাইড্রোলিক সিস্টেম অত্যমাত্র জরাজীর্ণ। গিয়ারসমূহের টিথ ক্ষয় হয়ে গেছে। ফলে মাড়াই ক্ষমতানুযায়ী আখ মাড়াই করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় বর্তমানে ওয়ার্কশপটি যে জায়গায় রয়েছে তা অন্যত্র সরিয়ে সেখানে সম্পূর্ণ নতুন মিল হাউজ ও মিল টারবাইনসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৬.	মিল হাউজ অটো ফ্রেন স্থাপন	১ টি	বিদ্যমান ফ্রেনটি ম্যানুয়াল হওয়ায় ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।

বয়লার হাউজ			
১৭.	৪০.০০ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন হাই প্রেসারের (৬২ কেজি/সে.মি ^২) আধুনিক বয়লার ও ফিড ওয়াটার পাম্প, ট্যাংকসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ	১ টি	অত্র মিলে মিল স্থাপনকালের ১৪.০০ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন ২০কেজি/সে.মি ^২ প্রেসারের ৩টি বয়লার রয়েছে। বয়লার সমূহের কয়েক বছর পর পর ওয়াটার টিউব, সুপার হিটার টিউব, ইকোনোমাইজার ও এয়ার প্রি-হিটার টিউব ইত্যাদি পরিবর্তন করা হলেও বয়লারের মূল স্টীম ড্রাম, মাড

	স্থাপন		ড্রামসহ অন্যান্য যন্ত্রাংশ অতি পুরাতন হওয়ায় এগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চালানো হচ্ছে এবং এদের ইফিসিয়েন্সী কমে গেছে। ফলে ৪০.০০ মে.টন ক্ষমতা সম্পন্ন হাই প্রেসারের (৬২ কেজি/সে.মি ^২) আধুনিক একটি বয়লার ও ফিড ওয়াটার পাম্প, ট্যাংকসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
১৮.	ব্যাগাস বেলিং শেড স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে পরবর্তী মৌসুমের ওয়াটার ট্রায়াল ও মিল চালু করার জন্য বেলিং মেশিনের মাধ্যমে ব্যাগাসের বেল তৈরি করে ব্যাগাস মজুদ রাখা হয় এবং এর জন্য প্রতি বছরই অস্থায়ী শেড নির্মাণ করা হয়। এতে প্রতি বছরই আর্থিক ক্ষতি হয়। একটি স্থায়ী ব্যাগাস বেলিং শেড স্থাপন করা প্রয়োজন।
বয়লিং হাউজ			
১৯.	একটি 'র' জুস ওয়েইং স্কেল ও মোলাসেস ওয়েইং স্কেল এবং এদের যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	২ টি	অত্র মিলে মোলাসেস ওজনের জন্য কোন ওয়েইং স্কেল নাই। র-জুস ওজনের জন্য মিল স্থাপনকালের স্কেলটি প্রতিস্থাপন করে গত দুই বছর আগে যে স্কেলটি স্থাপন করা হয়েছে, তা কার্যকর নয়। এমতাবস্থায় নতুন একটি 'র' জুস ওয়েইং স্কেল ও মোলাসেস ওয়েইং স্কেল এবং এদের যাবতীয় যন্ত্রাংশস্থ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২০.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির জুস প্রি হিটারসহ ৫টি জুস হিটার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	৫ টি	অত্র মিলে যে ৪টি জুস হিটার রয়েছে, সেগুলো অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির জুস প্রি হিটারসহ ৫টি জুস হিটার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২১.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির কন্টিনিউয়াস জুস সালফিটেশন ট্যাংক ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	বর্তমানে ৪টি ব্যাচ টাইপ জুস সালফিটেশন ট্যাংক রয়েছে। যেগুলো অতি পুরাতন প্রযুক্তি এবং অপারেশন অত্যমাত্র জটিল। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির কন্টিনিউয়াস জুস সালফিটেশন ট্যাংক ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২২.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক শর্ট রিটেনশন টাইমের ক্লারিফায়ার/ডর ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে যে ক্লারিফায়ার/ডরটি রয়েছে তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক শর্ট রিটেনশন টাইমের ক্লারিফায়ার/ডর ও এর যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৩.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির কোয়াড্রিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর এবং ভ্যাপার সেলসহ কনডেনসার, ইনজেকশন পাম্প, পাইপ লাইন ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ সেট	অত্র মিলে ১০১৬ টিসিডির যে কোয়াড্রিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর রয়েছে তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির কোয়াড্রিপল ইফেক্ট ইভাপোরেটর এবং ভ্যাপার সেলসহ কনডেনসার, ইনজেকশন পাম্প, পাইপ লাইন ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৪.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার ও ভ্যাকুয়াম পাম্প, কনডেনসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে ১০১৬ টিসিডির ৮৩ x ১৬৩ সাইজের যে রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টারটি রয়েছে তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির ১০৩ x ২০৩ সাইজের রোটারী ভ্যাকুয়াম ফিল্টার ও ভ্যাকুয়াম পাম্প, কনডেনসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৫.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক কন্টিনিউয়াস সালফার ফার্নেস, কমপ্রেসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	২ টি	অত্র মিলে ৪টি ব্যাচ টাইপ অতি পুরাতন মডেলের সালফার ফার্নেস রয়েছে। তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক কন্টিনিউয়াস সালফার ফার্নেস, কমপ্রেসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৬.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক লাইম সন্সাকার পল্যান্ট ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে যে লাইম সন্সাকার পল্যান্টটি রয়েছে তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির আধুনিক লাইম সন্সাকার পল্যান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৭.	১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির সিরাপ সালফিটেশন টাওয়ার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে যে সিরাপ সালফিটেশন টাওয়ারটি রয়েছে তা অতি পুরাতন হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির সিরাপ সালফিটেশন টাওয়ার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৮.	৪০.০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন	৪ টি	অত্র মিলে ৩০.০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ৩টি ভ্যাকুয়াম প্যান রয়েছে

	ভ্যাকুয়াম প্যান, ইনজেকশন পাম্প, কনডেনসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন		যেগুলো মিল স্থাপনকালের ও অতি পুরাতন। তাছাড়া মিলের মাড়াই ক্ষমতানুযায়ী বিদ্যমান প্যানসমূহের ক্যাপাসিটিও কম। তাই ৪০.০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকুয়াম প্যান, ইনজেকশন পাম্প, কনডেনসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
২৯.	৭৫০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকুয়াম ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে যে ভ্যাকুয়াম ক্রিষ্টালাইজারটি রয়েছে তা অতি পুরাতন ও ক্যাপাসিটি কম(৫০০ সিএফটি) হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ৭৫০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকুয়াম ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩০.	৭৫০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সীড ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে যে সীড ক্রিষ্টালাইজারটি রয়েছে তা অতি পুরাতন ও ক্যাপাসিটি কম(৩৭৫ সিএফটি) হওয়ায় কোন রকম মেরামত করে চালানো হচ্ছে। তাই ৭৫০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সীড ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩১.	৪০.০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	৭ টি	৪০.০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকুয়াম প্যান স্থাপন করা হলে ৪০.০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ভ্যাকুয়াম ক্রিষ্টালাইজার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩২.	এ-ম্যাসকিট কিউরিং এর জন্য ৬৫০কেজি/সাইকেল ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাচ টাইপ অটোমেটিক সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন ও মটর, প্যানেল বোর্ড, এয়ার কমপ্রেসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	২ টি	অত্র মিলে এ-ম্যাসকিট কিউরিং এর জন্য ব্রড ব্যান্ট কোং এর ৪২৫ কেজি/সাইকেল ক্ষমতা সম্পন্ন যে দুইটি ব্যাচ টাইপ সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন রয়েছে এদের কোন স্পেয়ার পার্টস বাজারে না পাওয়ার কারণে মেশিন দুইটি চালানো অনিশ্চয়তার মুখে। এমতাবস্থায় ৬৫০কেজি/সাইকেল ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাচ টাইপ সম্পূর্ণ অটোমেটিক সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন ও মটর, প্যানেল বোর্ড, এয়ার কমপ্রেসারসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩৩.	বি ও সি-ম্যাসকিট কিউরিং এর জন্য ১০ মে.টন/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কন্টিনিউয়াস টাইপ অটোমেটিক সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন ও মটর, প্যানেল বোর্ডসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	৪ টি	অত্র মিলে বি ও সি-ম্যাসকিট কিউরিং এর জন্য যে ৪টি কন্টিনিউয়াস সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন রয়েছে সেগুলো অতি পুরাতন হওয়ায় এদের কিউরিং ক্যাপাসিটি কমে গেছে এবং চালানো ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এমতাবস্থায় বি ও সি-ম্যাসকিট কিউরিং এর জন্য ১০ মে.টন/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন কন্টিনিউয়াস টাইপ অটোমেটিক সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন ও মটর, প্যানেল বোর্ডসহ এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩৪.	৩০০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সিরাপ/মোলাসেস ট্যাংক স্থাপন	২০ টি	অত্র মিলে সিরাপ/মোলাসেস ট্যাংকসমূহ প্রতিবছরই মেরামত করে চালানো হয়। তাই ৩০০ সিএফটি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন সিরাপ/ মোলাসেস ট্যাংক স্থাপন করা প্রয়োজন।

৩৫.	সুগার হপার, সুগার ড্রায়ার, সুগার কুলার, ডাস্ট কেচার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	প্রতিটি ১ সেট করে	অত্র মিলে সুগার হপার, সুগার ড্রায়ার, সুগার কুলার, ডাস্ট কেচার ইত্যাদি অতি পুরাতন ও পুরাতন মডেলের। প্রতিবছরই মেরামত করে চালানো হয়। তাই ১,০১৬ মে. টন মাড়াই ক্ষমতার ২০% অতিরিক্তসহ ১,১৫০.০০ মে. টন টিসিডির সুগার হপার, সুগার ড্রায়ার, সুগার কুলার, ডাস্ট কেচার ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩৬.	৫০ কেজির বস্তায় চিনি অটোমেটিক প্যাকিং মেশিন ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন এবং পাশাপাশি ১ ও ২ কেজির চিনি প্যাকেটজাতকরণের অটোমেটিক মেশিন(১ ও ২ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্যাকেটে প্রতি ঘন্টায় ১৫ মে.টন চিনি প্যাকেটজাতকরণের ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন	প্রতিটি ১ সেট করে	অত্র মিলে ৫০ কেজির বস্তায় চিনি ভর্তি করা, ওজন করা, বস্তায় মুখ সেলাই ইত্যাদি কাজসমূহ ম্যানুয়ালী করা হয়। তাই ৫০ কেজির বস্তায় চিনি অটোমেটিক প্যাকিং মেশিন ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন এবং পাশাপাশি ১ ও ২ কেজির চিনি প্যাকেটজাতকরণের অটোমেটিক মেশিন(১ ও ২ কেজি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন প্যাকেটে প্রতি ঘন্টায় ১৫ মে.টন চিনি প্যাকেটজাতকরণের ক্ষমতা সম্পন্ন) স্থাপন করা প্রয়োজন।
৩৭.	ম্যাসকিট পাম্প(রোটোরী টাইপ) ও পাইপ লাইন, ভাল্ব ইত্যাদি স্থাপন	৮টি	ম্যাসকিট পাম্পসমূহ দীর্ঘদিন চলার ফলে এদের বডি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে মেরামত অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিধায় ম্যাসকিট পাম্পসমূহ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৩৮.	মোলাসেস পাম্প ও পাইপ লাইন, ভাল্ব ইত্যাদি স্থাপন	১০টি	মোলাসেস পাম্পসমূহ দীর্ঘদিন চলার ফলে এদের বডি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে মেরামত অযোগ্য হয়ে পড়েছে। বিধায় মোলাসেস পাম্পসমূহ পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
পাওয়ার টারবাইন			
৩৯.	২.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন পাওয়ার টারবাইন ও এর যাবতীয় যন্ত্রাংশ স্থাপন	০২ টি	১.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পুরাতন এবং ১.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি নতুন পাওয়ার টারবাইন রয়েছে। পুরাতন পাওয়ার টারবাইন ২টি মিল স্থাপনকালের হওয়ায় এর নজল সেগমেন্ট ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে এর

			ইফিসিয়েন্সী হ্রাস পেয়ে গেছে। ফলে ২.০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন ২টি পাওয়ার টারবাইন স্থাপন করা প্রয়োজন।
তড়িৎ বিভাগ			
৪০.	৫০০ কেভিএ ডিজেল জেনারেটর সহাপন করণ।	১ টি	বিদ্যমান ডিজেল জেনারেটরের ক্যাপাসিটি কম ও অতি পুরাতন হওয়ায় ৫০০ কেভিএ একটি ডিজেল জেনারেটর সহাপন করা প্রয়োজন।
৪১.	১৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারসহ আউট-ডোর সাব-স্টেশন সহাপনকরণ।	১ টি	বিদ্যমান ট্রান্সফরমারের ক্যাপাসিটি(২৫০ কেভিএ) কম ও অতি পুরাতন হওয়ায় ১৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমারসহ আউট-ডোর সাব-স্টেশন সহাপন করা প্রয়োজন।
৪২.	১০০০ এম্পিয়ার চেন্জ ওভার সুইচ সহাপনকরণ।	১ টি	চেন্জ ওভার সুইচ না থাকায় আবাসিক এলাকায় পৃথকভাবে সংযোগ দেয়া সমস্যার কারণে ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
৪৩.	৪×৪০০ আর এম (NYY) কেবল সহাপনকরণ।	১০ কয়েল	আইট-ডোর সাব-স্টেশন হতে মেইন প্যানেল বোর্ড পর্যমত্ন লাইনের জন্য ৪×৪০০ আর এম কেবল সহাপন করা প্রয়োজন।
৪৪.	৪×১০ আর এম (NYY) কেবল সহাপন করণ।	২০ কয়েল	মেইন প্যানেল বোর্ড হবে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে সংযোগ লাইনের জন্য ৪×১০ আর এম কেবল সহাপন করা প্রয়োজন।
৪৫.	নতুন’’এ’’সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন বোর্ড সহ সহাপনকরণ।	২ টি	নতুন ’’এ’’ সেন্টিফিউগ্যাল মেশিন স্থাপন করলে বোর্ড স্থাপন প্রয়োজন।
৪৬.	৫২কিঃ ওঃ অটো কেন কেরিয়ার ডাইনো-ডাইভ মটর সহাপন করণ।	২ টি	বিদ্যমান ডাইনো ডাইভ মটরের ক্যাপাসিটি কম হওয়ায় ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
৪৭.	রোটর রেজিস্ট্যান্স স্টারটার ফর ১নং ও ২নং কেন কাটার মটর।	২ টি	বিদ্যমান কেন কাটার রোটর রেজিস্ট্যান্স স্টারটার কম ক্যাপাসিটির হওয়ায় ইহা প্রতিস্থাপন প্রয়োজন।
৪৮.	ব্যাগিং হাউজ ও বয়লিং হাউজের বিভিন্ন মটর পরিবর্তন।	১০ টি	মটরগুলোর অবস্থা জরাজীর্ন হওয়ায় ইহা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৪৯.	এয়ার সার্কিট ব্রেকার ,৩৫০০ এম্পিয়ার	৩ টি	পাওয়ার হাউজের টার্বো জেনারেটরের মেইন প্যানেল বোর্ডে লাগানো প্রয়োজন।
৫০.	সার্কিট ব্রেকার, ৮০০ এম্পিয়ার	৫ টি	মেইন প্যানেল বোর্ডে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশন সুইচের জন্য ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
৫১.	মেইন প্যানেল বোর্ডের পুরাতন/অকেজো ব্রেকার পরিবর্তন।	১ টি	অতি পুরাতন হওয়ায় ইহা পরিবর্তন করা প্রয়োজন।
৫২.	১নং কেন কাটার মটর(২০০ এইচ,পি) প্রতিসহাপনকরণ।	১ টি	বিদ্যমান মটরের ক্যাপাসিটি কম হওয়ায় ইহা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
৫৩.	২নং কেন কাটার মটর(২০০ এইচ,পি) প্রতিসহাপনকরণ।	১ টি	বিদ্যমান মটরের ক্যাপাসিটি কম হওয়ায় ইহা প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন।
ল্যাবরেটরী			
৫৪.	আধুনিক পোলারিমিটার স্থাপনকরণ	১ টি	বিদ্যমান পোলারিমিটারটি এনালগ ও অতি পুরাতন হওয়ায় ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
৫৫.	মাফল ফার্নেস স্থাপনকরণ	১ টি	মাফল ফার্নেস না থাকায় অন্য মিল হতে এ সংক্রামত্ন বিশেষণ করা হয়। তাই ইহা প্রয়োজন।
৫৬.	ব্যাগাস ডিসইন্টিগ্রেটর স্থাপন করণ	১ টি	বিদ্যমান ডিসইন্টিগ্রেটরটি অকেজো হওয়ায় ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
৫৭.	ডিজিটাল পি.এইচ মিটার ও ওভেন স্থাপনকরণ	২ টি	উল্লিখিত যন্ত্রাংশ না থাকায় ইহা স্থাপন করা প্রয়োজন।
অন্যান্য			
৫৮.	২.০০ কিউসেক ক্ষমতাসম্পন্ন বোরিং পাম্প স্থাপন	১ টি	অত্র মিলে ২টি বোরিং পাম্প রয়েছে। তন্মধ্যে ১টি বোরিং পাম্প অতি পুরাতন। তাই ১টি ২.০০ কিউসেক ক্ষমতা সম্পন্ন বোরিং পাম্প স্থাপন করা প্রয়োজন।
সুগার রিফাইনারী স্থাপন			
৫৯.	বার্ষিক ৪০,০০০.০০ মে. টন ক্ষমতা সম্পন্ন সুগার রিফাইনারী ও এর যাবতীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন	সম্পূর্ণ রিফাইনারী	মৌসুম চলাকালে আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন করা হয়। অমৌসুমে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে চিনি উৎপাদন করা হলে দেশের চিনির চাহিদা পূরণে অত্র সুগার মিল অগ্রণী ভূমিকা রাখা সম্ভব হবে। পাশাপাশি মিলের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ?

বাংলাদেশের চিনি সংক্রান্ত নীতিতে যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে তা নিম্নরূপঃ-

- ক) অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের সাথে তুলনা করে চিনিশিল্প সুরক্ষায় চিনিরমূল্য নির্ধারণ করতে হবে।
- খ) বেসরকারী খাতে চিনির মূল্য কম/বেশী করার ক্ষেত্রে সরকারী অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
- গ) দেশের মোট চিনির চাহিদা ও সরকারী চিনিকলের উৎপাদিত চিনির পরিমাণকে বিবেচনায় এনে বেসরকারী ভাবে চিনি আমদানী ও উৎপাদন করতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনি আমদানী বা উৎপাদন করে স্থানীয়ভাবে বাজারজাতকরণ বন্ধ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঘ) রাজস্ব খাত থেকে চিনিকলগুলোর সকল ব্যয় নির্বাহ করার ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- ঙ) সরকারি চিনিকলগুলোর উৎপাদন ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে চিনির বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করতে হবে অথবা বিক্রয় মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে কম নির্ধারণ করা হলে সরকারের তরফ থেকে প্রয়োজনে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা চিনি সংক্রান্ত নীতিতে সংযুযোন করতে হবে।

বেসরকারি চিনিকলসমূহ সরকারের কাছে কি কি সুবিধা পাচ্ছে আর সরকারি চিনিকলসমূহ কি কি সুবিধা পাচ্ছে তার তুলনামূলক বর্ণনা। এই বিষয়ে প্রমাণকসহ কোন তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

পরিবেশ সুরক্ষা

চিনিকলের পরিবেশ সুরক্ষায় কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে ?

মিলের বর্জ্য যাতে পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব না ফেলে এজন্য মিলের নিজস্ব ৫.২৯ একর জমির উপর লেগুনা তৈরী করা আছে, যেখানে মিলের বর্জ্য প্রশমিত করা হচ্ছে। তাছাড়া মিল হতে নিঃসরিত তরল বর্জ্য শোধনের জন্য EPT স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

বয়লারের ধোঁয়া নির্গত হওয়ার জন্য চিমনি তৈরি করা হয়েছে, যা প্রতি বছর বয়লার পরিদর্শক পরিদর্শন করে থাকেন। তাছাড়া প্রতিবছর মিলের পতিত জমিতে এবং কলোনীর ফাঁকা জায়গায় বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ রোপন করা হয়।